

স্মারক নংঃ ৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০১৮- ৬২

তারিখঃ ৩০.০১.২০১৭ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ কুরুয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় ১১.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অধ্যক্ষ সহ ০৮ (আট) জন নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষককে এমপিওভুক্ত না করার নির্দেশনা প্রসঙ্গে।

তারিখঃ ২৩.১০.২০১৭ খ্রিঃ।

সূত্রঃ (১) মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০১৩.১৬-

তারিখঃ ১৩.১১.২০১৭ খ্রিঃ।

(২) জেলা শিক্ষা অফিস, শেরপুর এর কার্যালয়ের স্মারক নং-৩৭.০২.৮৯০০.০০০.১৬.০০৬.১৭-৫৩০

তারিখঃ ০৯.০৯.২০১৫ খ্রিঃ।

(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শা-২৪/বিবিধ-২-৮(অংশ)/১৭৪

তারিখঃ ০৩.০৭.২০১৩ খ্রিঃ।

(৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৭-জি-১৫৮ (ক-৩) ২০০৮/৫০৭০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানানো যাচ্ছে যে, কুরুয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় ১১.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অধ্যক্ষ সহ ০৮ (আট) জন শিক্ষকের নিয়োগ বিষয়ে অধিকতর তথ্য ও মতামত চেয়ে সূত্রোক্ত ১ নং স্মারক মূলে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল।

০২. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয় কর্তৃক সূত্রোক্ত ২ নং স্মারক মূলে একটি জবাবী পত্র এ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

০৩. মহোদয়ের জবাবী পত্র ও পত্রের সাথে সংযুক্ত মামলার মূল কপি সহ অন্যান্য তথ্য ও কাগজ-পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত মাদরাসার অধ্যক্ষ সহ ০৮ (আট) জন শিক্ষককে নিয়োগের নিমিত্ত দৈনিক সমকাল ও দৈনিক তথ্যধারা পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ১২.০৫.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সরকার নির্ধারিত ০৬. (ছয়) মাসের মেয়াদ ১১.১১.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১১.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ বোর্ড অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের পর নিয়োগ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

০৪. কিন্তু ইতোমধ্যে শ্রীবরদী সহ: জজ আদালত, শেরপুর-এ উক্ত নিয়োগ বিচয়্যে একটি মোকাদ্দমা দায়ের করা হয় যার নং- ৩৫/২০১৪।

০৫. পরবর্তীতে উক্ত মোকাদ্দমা প্রত্যাহারের জন্য মোকাদ্দমা দায়েরকারী জনাব মো: রফিকুল ইসলাম কর্তৃক ২৭.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শ্রীবরদী সহ: জজ আদালত, শেরপুর-এ আবেদন দাখিল করা হয়।

০৬. মোকাদ্দমা দায়েরকারী জনাব মো: রফিকুল ইসলাম কর্তৃক ২৭.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শ্রীবরদী সহ: জজ আদালত, শেরপুর-এ আবেদন দাখিল করার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক উক্ত মোকাদ্দমা প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদান করা হয় ০৫.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে।

০৭. এখানে উল্লেখ্য যে, মহোদয় কর্তৃক সূত্রোক্ত ২ নং স্মারকে উল্লিখিত হয়েছে-

“ পরবর্তীতে ২৭.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পর যথাসময়ে নিয়োগ কার্য সম্পন্ন করা হয়।”

কিন্তু মোকাদ্দমার সার্টিফাই কপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোকাদ্দমা দায়েরকারী জনাব মো: রফিকুল ইসলাম কর্তৃক মোকাদ্দমাটি প্রত্যাহারের জন্য ২৭.১১.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আদালতে আবেদন করা হয়। আর প্রত্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক মোকাদ্দমাটি নিষ্পত্তি করা হয় ০৫.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে। অর্থাৎ মোকাদ্দমাটি ২৭.১১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নিষ্পত্তি হয়নি।

০৮. উপরিউক্ত বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, মামলাটি আদালতে চলমান থাকা অবস্থায় (আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই) ১১.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ বোর্ড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

০৮. যেহেতু আদালতে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় (আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই) ১১.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ বোর্ড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে সেহেতু উক্ত নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয় (কপি সংযুক্ত)।

০৯. উল্লেখ্য যে, উক্ত নিয়োগ কার্যক্রম সূত্রোক্ত ৩ নং স্মারকের নিয়োগ সংক্রান্ত ডিজি, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ব্যতিরিকেই সম্পন্ন করার অনিয়মের বিষয়টি **over look** করা গেলেও যেহেতু আদালতে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় (আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই) নিয়োগ বোর্ড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে সেহেতু সূত্রে বর্ণিত (৪) নং স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত নিয়োগ বিধি সম্মত না হওয়ায় উক্ত নিয়োগে নির্বাচিত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০. এমতাবস্থায় কুরুয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় ১১.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অধ্যক্ষ সহ ০৮ (আট) জন নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করার সুযোগ নেই মর্মে এ অধিদপ্তর মনে করে। নির্দেশক্রমে বিষয়টি মহোদয়ের গোচরে নেয়া হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মতে- ০১ ফর্দ।

A. M. M.
30.01.18

মো: আফাজ উদ্দীন

সহকারী পরিচালক (সর: ও সিনি: মাদরাসা)

মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

ফোন নং- ৯৩৪৫৮৮০

ই-মেইল- dgdmeb@gmail.com

জেলা শিক্ষা অফিসার, শেরপুর।

অনুলিপি:

১. সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন (৯ম তলা) সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
২. উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, লামা, শ্রীবরদী, শেরপুর।
৪. অধ্যক্ষ, কুরুয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, ডাক: কুরুয়া, উপজেলা: শ্রীবরদী, শেরপুর (উপরিউক্ত তথ্য হতে এটা স্পষ্ট হয় যে, সার্বিক বিষয়ে সকল তথ্য তাঁর গোচরে থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় মামলা সংক্রান্ত তথ্য গোপন করে এ অধিদপ্তরকে mislead করার চেষ্টা করেন। এহেন কাজের জন্য কেন তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে না এ মর্মে আগামী ২০.০২.২০১৮ তারিখের মধ্যে কারণ ব্যাখ্যার জন্য তাঁকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।)।
৫. অফিস কপি।